DHAKA PROBE

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 14 Nov 2026, 04:20 PM

ধর্ম

মহানবী (সা.)-এর অনন্য মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ১৬টি প্রমাণ

প্রতিবেদক: alamin dhakaprobe
প্রকাশের তারিখ: সোমবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৬, ০৯:৩২ AM



ইসলামে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা ও সম্মান অপরিসীম। তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসুল। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে তাঁর বিশেষ মর্যাদা, অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং মানবজাতির প্রতি তাঁর দায়িত্ব ও অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। সমগ্র জগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ, সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া এবং কিয়ামতের দিন বিশেষ মর্যাদা লাভ এসব তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কোরআন ও হাদিসের আলোকে তাঁর মর্যাদার ১৬টি দিক সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

১. সমগ্র জগতের জন্য রহমত

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সমগ্র জগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি। (সুরা : আল-আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭)। তাঁর শিক্ষা, আদর্শ ও জীবনব্যবস্থা মানবজাতির জন্য কল্যাণের পথ দেখায়।

২. মর্যাদা ও স্মরণকে সমুন্নত করা হয়েছে

আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি আপনার মর্যাদা ও স্মরণকে সমুন্নত করেছি।" (সুরা : আশ-শরহ, আয়াত : ৪)। আজান, ইকামত, শাহাদাত ও নামাজের তাশাহহুদসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর নাম উচ্চারিত হয়। তাঁর স্মরণ ও সম্মান মুসলমানদের জীবনে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

৩. তাঁর আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে

আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করল।" (সুরা : আন-নিসা, আয়াত : ৮০)। অন্য আয়াতে তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণকে আল্লাহর কাছে বায়াত গ্রহণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। (সুরা : আল-ফাতহ, আয়াত : ১০)। এতে রাসুলের আনুগত্যের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪. কোরআন তাঁর স্থায়ী মুজিজা

মহানবী (সা.)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজিজা পবিত্র কোরআন। অন্যান্য নবীর অনেক মুজিজা নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত দৃশ্যমান ঘটনা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যদিকে কোরআন একটি স্থায়ী নিদর্শন, যা যুগে যুগে মানুষ অধ্যয়ন করতে পারে। এর ভাষা, শিক্ষা ও চ্যালেঞ্জ মুসলমানদের কাছে নবুয়তের অন্যতম প্রধান প্রমাণ।

৫. সমগ্র মানবজাতি ও জিন জাতির জন্য প্রেরিত নবী

মহানবী (সা.)-এর নবুয়ত কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সুরা : সাবা, আয়াত : ২৮)। তাঁর দাওয়াতের সর্বজনীনতা তাঁকে পূর্ববর্তী অনেক নবীর তুলনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

৬. ইসলাম সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন

আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে দ্বীন হলো ইসলাম।" (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৯)। মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে ইসলামের সর্বশেষ শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর নবুয়তের মাধ্যমে নবুয়তের ধারার সমাপ্তি ঘটে এবং ইসলামের বিধান মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত পথনির্দেশনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭. তাঁর উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত বলা হয়েছে

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ।" (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১১০)। এই মর্যাদা অর্জনের জন্য ঈমান, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৮. কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের নেতা

মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিনি আদম সন্তানের নেতা হবেন। তাঁর হাতে থাকবে প্রশংসার পতাকা এবং সেদিন মানুষ তাঁর

নেতৃত্বের অধীনে সমবেত হবে□এ মর্মে হাদিসে বর্ণনা এসেছে। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৬১৫)। এটি কিয়ামতের দিনের তাঁর বিশেষ মর্যাদার পরিচায়ক।

৯. তাঁকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য

মহানবী (সা.) বলেছেন, তাঁকে এমন পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে, যা তাঁর আগে কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে)। এর মধ্যে রয়েছে সমগ্র মানবজাতির কাছে প্রেরিত হওয়া, পৃথিবীকে নামাজের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় করা, শত্রুর অন্তরে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে সাহায্য লাভ, গনিমতের সম্পদ হালাল হওয়া এবং শাফাআতের বিশেষ মর্যাদা লাভ।

১০. মহান চরিত্রের অধিকারী

মহানবী (সা.)-এর চরিত্রের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, □নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।□ (সুরা : আল-কলম, আয়াত : ৪)। সততা, আমানতদারি, দয়া, ক্ষমাশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিনয় তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য গুণ। তাঁর চরিত্র মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

১১. নবুয়তের ধারার শেষ ও পূর্ণতা

সহিহ বুখারিতে মহানবী (সা.) নবুয়তের ধারাকে একটি সুন্দর ভবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যার একটি ইটের স্থান খালি ছিল। তিনি বলেন, সেই শেষ ইটটি হলেন তিনি। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৫৩৫)। এ উপমার মাধ্যমে তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পূর্ণতা ও সমাপ্তি বোঝানো হয়েছে।

১২. বাইতুল মুকাদ্দাসে নবীদের ইমামতি

ইসরা ও মেরাজের ঘটনায় মহানবী (সা.) বাইতুল মুকাদ্দাসে অন্যান্য নবীর ইমামতি করেন বলে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এ ঘটনা নবীদের ধারাবাহিকতায় তাঁর বিশেষ অবস্থান ও মর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৩. কিয়ামতের দিন প্রথম শাফাআতকারী

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিনি আদম সন্তানের নেতা হবেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যার জন্য কবর বিদীর্ণ হবে; তিনিই প্রথম সুপারিশকারী এবং প্রথম ব্যক্তি, যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (তিরমিজি, হাদিস : ৩১৪৮)। এটি আখিরাতে তাঁর বিশেষ মর্যাদার প্রমাণ।

১৪. ইসরা ও মেরাজের অনন্য মুজিজা

মহানবী (সা.)-এর জীবনের অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা ইসরা ও মেরাজ। এ ঘটনায় আল্লাহ তাআলা তাঁকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান। এরপর তিনি আসমানসমূহ অতিক্রম করেন, বিভিন্ন নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান লাভ করেন। এ ঘটনা তাঁর বিশেষ মর্যাদা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সম্মানের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

১৫. তাঁর ওপর দরুদ পাঠের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর ওপর দরুদ পাঠ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম পাঠ করো।” (সুরা : আল-আহজাব, আয়াত : ৫৬)। এই আয়াতের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের কাছে এটি ভালোবাসা, সম্মান ও ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

১৬. পূর্ববর্তী নবীদের কাছ থেকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার অঙ্গীকার

আল্লাহ তাআলা বলেন, তিনি নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন“তাঁদের কাছে পূর্ববর্তী কিতাব ও হিকমতের সত্যায়নকারী একজন রাসুল এলে তাঁরা যেন তাঁর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন। (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৮১)। ইসলামি তাফসিরে এই আয়াতকে মহানবী (সা.)-এর আগমন ও তাঁর প্রতি ঈমানের গুরুত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণই প্রকৃত ভালোবাসা

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা, চরিত্র, দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বহু দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের পাশাপাশি তাঁর শিক্ষা অনুসরণ, সুন্নাহর চর্চা, উত্তম চরিত্র গঠন এবং মানবকল্যাণে কাজ করাও মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই ব্যক্তি ও সমাজে ন্যায়, দয়া, সততা ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

এ বিভাগের আরও খবর



ইসলামে যে ৪ ধরনের উপহার দেওয়া-নেওয়া নিষিদ্ধ
ইসলামী সমাজব্যবস্থায় উপহার আদান-প্রদান পারস্পরিক ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম। উপহারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সম্পর...



নেক সন্তান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, যেভাবে গড়বেন
ইসলামে নেক সন্তানকে মহান আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী, সন্তান দুনিয়ার সৌন্দর্য...



একা পশু জবাই করলে মাংস খাওয়া কি হালাল? জানালেন শায়খ আহমাদুল্লাহ

গোশত মানুষের প্রিয় খাবার। ইসলামে নির্দিষ্ট শর্তে বিভিন্ন হালাল প্রাণীর গোশত খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি থাক...



আজ দুর্গাষষ্ঠী, ছয় দিনের দুর্গোৎসব শুরু

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা শুরু হচ্ছে আজ শুক্রবার (১৬ অক্টোবর)। আজ দুর্গাষষ্ঠী। মহাষষ্ঠীর অধিবাসের মধ্য দিয়ে...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://dhakaprobe.com/religion/mhanbi-sa-er-onnj-mrjada-o-shreshthtber-16ti-prman